অস্কার ওয়াইল্ড-এর
সুখী রাজপুত্র
অনুবাদ : আশীষ লাহিড়ী

এটি অস্কার ওয়াইল্ড -এর বিশ্ববিখ্যাত রূপকথা The Happy Prince -এর বাংলা অনুবাদ।
গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় আজ থেকে একশো সতেরো বছর আগে, ১৮৮৮ সালে,
"The Happy Prince and Other Tales "বইতে

একটা শহর। শহরের ঠিক মধ্যিখানে মস্ত এক মিনার। তার ওপরে সুখী রাজপুত্রের মূর্তি বসানো। পাতলা পাতলা সোনার তবকের কারুকাজে ঢাকা তাঁর সারা শরীর। দুই চোখে তাঁর দুই নীলকান্তমণি। আর তলোয়ারের হাতলে বসানো টুকটুকে লাল বিরাট এক রুবি পাথর।

সবাই কী প্রশংসাই না করত। মেয়র-পারিষদের এক চাঁই নিজেকে খুব সমঝদার লোক বলে মনে করত। সে বলল,"দেখেছ, সুখী রাজপুত্তুরের ইস্ট্যাচুখানা কী সোন্দর ! এক্কেবারে আমাদের হাওয়া-মোরগটার মতো।" বলেই তার খেয়াল হল, এ কথা শুনে ভোটাররা যদি ভাবে তার কান্ডজ্ঞান নেই, তাহলে তো মুশকিল৷ তাই সে তখ্খুনি বুদ্ধিমানের মতো বলল,"অবিশ্যি, হাওয়া-মোরগ জিনিসটা যে একটা ইস্ট্যাচুর চেয়ে ঢের বেশি উপব্গারি, তা মানতে হবে।"

একটা ছেলে আকাশের চাঁদ পেড়ে দেবার জন্য বেমক্কা বায়না ধরেছিল৷ তার মা আচ্ছা করে কান মুলে দিয়ে বলল,"কই, সুখী রাজপুত্র তো কখ্খনো এরকম বেয়াড়াপনা করে না, সে তো কখনো কাঁদে না।"
শহরের একটি দুঃখী লোক সুখী রাজপুত্রের সেই অপরূপ সুন্দর মূর্তির পানে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,"যাক, এই পৃথিবীতে অন্তত একজন কেউ তো সুখে আছে। এতেই আমার সুখ৷"
"ওকে না, ঠিক একটা দেবদূতের মতো দেখতে," চ্যারিটি স্কুলের ছেলেমেয়েরা বলে উঠল। ধবধবে সাদা পোষাক পরে, গলায় ঝলমলে লাল রুমাল বেঁধে ওরা ক্যাথিড্রাল দেখতে গিয়েছিল।
"কী করে জানলে তুমি ? তুমি কি কখনো দেবদূত দেখেছ ?"- ম্যাথ্স টীচার প্রশ্ন করলেন।
"হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। স্বপ্নে", বাচচাগুলো কলকলিয়ে উঠল। কথাটা পছন্দ হল না ম্যাথ্স টীচারের। ভুরুটা কুঁচকে গেল তাঁর। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বাচচাদের এসব স্বপ্ন-টপ্ন দেখা বরদাস্ত হয়না তাঁর।

একদিন রাতে ছোট্টো এক সোয়ালো পাখি উড়ে এল সেই শহরে। তার বন্ধুরা দেড় মাস আগেই দল বেঁধে চলে গেছে ইজিপ্টে। কিন্তু ও বেচারি যেতে পারেনি। যাবে কী করে ? ও যে ভীষণ ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিল নলবনের এক পরমা সুন্দরী বেতসীকে। তখন সবে বসন্ত কালের শুরু। জলের ওপর দিয়ে হলুদ রঙের একটা মস্ত মথ্কে ধাওয়া করতে করতে হঠাৎ ও দেখতে পায় সুন্দরী সেই বেতসীকে। আহা, কী হিলহিলে, ছিপছিপে গড়ন বেতসীর ! সোয়ালো থমকে গেছিলো।
"তোমায় একটু ভালোবাসতে দেবে গো ?" ও শুধালো। আমাদের এই সোয়ালোটি সোজা কথার লোক। উত্তরে বেতসী লাজুক মাথা দোলালো। তখন সোয়ালো বারবার তাকে ঘিরে ফুরফুর করে উড়তে লাগল। তার ছোট্টো দুটি ডানার ঝাপটে জলে ঝিরিঝিরি ঢেউ জাগল। তার এই ভালোবাসার পালা চলল বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত।
"আদিখ্যেতা !"-তার কান্ড দেখে অন্য সোয়ালোরা খিঁচিয়ে ওঠে, "মেয়েটার না আছে টাকাপয়সা, না আছে কিছু। থাকার মধ্যে আছে কেবল গুচ্ছের আত্মীয়স্বজন।" কথাটা সত্যি। নলবনটা সত্যিই অসংখ্য নলখাগড়ায় ভর্তি. . . দেখতে দেখতে এসে পড়ল হেমন্তকাল। ওরা সবাই তখন উড়ে চলে গেল৷ বেচারি সোয়ালোর এখন বড়ো একলা লাগে। বেতসীকেও যেন আগের মতো আর ভালো লাগে না, ক্লান্ত লাগে। "ওর তো দেখি মুখে কথাই ফোটে না। তা ছাড়া হাবভাবও যেন কেমনকেমন। সবার সঙ্গেই এত কীসের ভাব ওর! হাওয়ার সঙ্গে তো

দেখছি সবসময়েই ঢলাঢলি।''কথাটা ঠিক। যখনই হাওয়া দেয়, তখনই কতরকম সুন্দর সুন্দর ভঙ্গিতে দুলে দুলে নাচে বেতসী। ''আমি একথাও মানতে বাধ্য যে বেতসী খুবই ঘরোয়া স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু আমাকে তো আর এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকলে চলবে না, আমাকে তো ঘুরে বেড়াতেই হবে। তাহলে এরকম ঘরোয়া বৌ নিয়ে আমি কী করব ?''

শেষ পর্যন্ত একদিন ও কথাটা বলেই ফেলল। ''তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?'' বেতসীর শিকড় শক্ত করে গাঁথা, সে কেবল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে জানায় : ''নহে, নহে, নহে।''

''তাহলে এতদিন ধরে আমার সঙ্গে ছেলেখেলা করলে কেন ?'' চিৎকার করে ওঠে সোয়ালো। ''যাক গে, আর নয়, এবার আমি উড়ে চললাম পিরামিডের দেশে। চলি তাহলে।''

সারা দিন ধরে সে উড়ে চলে। রাত্তিরে এসে পৌঁছয় সেই শহরে। ''রাতটা কোথায় কাটাই ? শহরের লোকেরা আমার জন্যে কোনো আয়োজন টায়োজন করেছে কি ?'' তারপর উঁচু মিনারের ওপর বসানো সেই মূর্তিটা তার চোখে পড়ে। ''বাঃ, এই তো চমৎকার জায়গা। কেমন খোলা হাওয়া।'' এই না বলে সে সুখী রাজপুত্রের
দু পায়ের পাতার ঠিক মাঝখানে আস্তানা গাড়ল।

''বাব্বা, আমার শোবার ঘরখানা তো দেখছি একেবারে সোনায় মোড়া !'' এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ও আপন মনে বলে উঠল। তারপর খুশি হয়ে ঘুমের তোড়জোড় করতে লাগল। কিন্তু যেই না মাথাটাকে বাঁকিয়ে ডানার তলায় গুঁজতে যাবে, অমনি হঠাৎ কোথা থেকে টপ করে বেশ বড়ো এক ফোঁটা জল এসে পড়ল তার
গায়ে। ''আজব কান্ড ! কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই আকাশে, তারাগুলো সব ঝলমল করছে, অথচ কিনা বৃষ্টি পড়ছে ! সত্যি, উত্তর ইউরোপের আবহাওয়ার কি কোনো ছিরিছাঁদ নেই গা ! বেতসী অবশ্য বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসত, কিন্তু সেটা ওর স্বার্থপরতারই প্রমাণ।'' এমন সময় আবার একফোঁটা জল পড়ল।

''এ কেমন স্ট্যাচু যে সামান্য বৃষ্টির জলও ঠেকাতে পারে না ? এর চেয়ে বরং একটা চিমনি খুঁজে নিয়ে তার তলায় রাত কাটাই গে''-এই না বলে সে সবে ডানা দুটো মেলতে যাচ্ছে, এমন সময় আবার এক ফোঁটা জল পড়ল। এবার ও তাকাল ওপরের দিকে, আর দেখল - আহা, কী দেখল সে ?

দেখল, সুখী রাজপুত্রের দু চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। ঝরঝর করে জল পড়ছে তাঁর সোনার দুই গাল বেয়ে। চাঁদের আলোয় সেই মুখ এত মায়াবী লাগছিল যে সোয়ালোর মন করুণায় ভরে গেল।

''কে গো তুমি ?'' ও জিগ্‌গেস করল।

''আমি হচ্ছি সুখী রাজপুত্র।''

''সুখীই যদি, তাহলে এত কাঁদছ কেন ? দেখো তো, আমাকে একেবারে নাইয়ে দিয়েছ।''

মূর্তি উত্তর দিল : ''আমি যখন বেঁচে ছিলাম, যখন আমার মানুষের হৃদয় ছিল, তখন চোখের জল কাকে বলে আমি জানতাম না। কারণ যে-প্রসাদে আমি থাকতাম তার নাম ছিল **ফূর্তিবাড়ি,** দঃখ সেখানে ঢুকতে পেত না। দিনের বেলা আমি আমার সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে বাগানে খেলাধুলো করে কাটাতাম। আর সন্ধেবেলা জলসাঘরে আমাকে ঘিরে বসত নাচগানের আসর। বাগানটা ছিল বিরাট উঁচু এক পাঁচিলে ঘেরা। সে-পাঁচিলের ওপারে কী আছে তা নিয়ে আমি কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। আমার কাছে সব কিছুই ছিল অতি সুন্দর। আমার সভাসদরা আমাকে 'সুখী রাজপুত্র'বলে ডাকত। কথাটা মিথ্যে নয়। আরামকে যদি সুখ বলো, তাহলে সত্যিই আমি সুখী ছিলাম
বৈকি। সুখেই আমার জীবন কেটেছিল, সুখেই আমার মৃত্যু হয়েছিল। আর এখন দেখো, মরবার পর ওরা আমাকে এমন উঁচুতে চড়িয়ে দিয়েছে যে আমার এই শহরের যত কিছু নোংরা, যত দুঃখ, সব এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন অবিশ্যি আমার হৃৎপিন্ডটা সীসের তৈরি, তবু না কেঁদে আমার উপায় নেই।''

''ও, তার মানে এর দেহের সমস্তটাই নিরেট সোনার তৈরি নয় !'' সোয়ালো মনে মনে বলল। তবে, ও তো ভদ্রলোক, তাই মুখে কিছু বলল না।

হালকা সুরেলা গলায় মূর্তি বলে চলল : ''অনেক, অনেক দূরে, একটা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এক গরিব পরিবারের

বাস। তাদের বাড়ির একটা জানলা খোলা রয়েছে, তা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, টেবিলের ধারে বসে আছেন এক মহিলা। মুখখানা তাঁর ফ্যাকাশে, চাউনি দুর্বল। সেলাইয়ের কারুকাজ করেন তিনি। ছুঁচ ফুটে ফুটে তাঁর হাত দুখানা ফেটে ফেটে লাল হয়ে গেছে। উনি এখন একখানা দারুণ দামি সাটিনের গাউনের ওপর আশ্চর্য সুন্দর নক্‌শার কাজ তুলছেন। আর কদিন পরেই রাজসভায় নাচের অনুষ্ঠান হবে, সেখানে রানির সব ফুটফুটে সহচরীরা নাচবে। যার নাচ সবচেয়ে ভালো হবে, সে এই গাউনটা পুরস্কার পাবে। ঘরের এক কোণে একটা খাটিয়ায় তাঁর ছোট্টো, রুগ্ন ছেলেটি শুয়ে আছে। জ্বর হয়েছে বেচারির। মার কাছে কমলা লেবু খেতে চাইছে সে। কিন্তু মা কোথায় পাবে কমলা লেবু ? নদীর জল ছাড়া আর কিছুই যে ছেলেকে দেবার সামর্থ্য নেই তার৷ অবুঝ ছেলেটা কেঁদেই চলেছে। সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আমার এই তলোয়ারে বসানো রুবি পাথরটা খুলে নিয়ে ওর মা'র হাতে দিয়ে আসতে পারবে না ? পারলে আমিই দিয়ে আসতুম, কিন্তু আমার পা দুটো যে মিনারের মধ্যে গাঁথা, ভাই৷''

''সে কি,আমার সব সঙ্গীরা যে ইজিপ্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছে'', প্রায় ককিয়ে ওঠে সোয়ালো। ''আমার বন্ধুরা সবাই এখন নীল নদের ওপর ওড়াউড়ি করছে। এই অ্যাত্তো বড়ো বড়ো পদ্মফুলের সঙ্গে মনের সুখে গপ্পো করছে। একটু পরেই তারা রাজার সমাধিতে ঘুমোতে যাবে। রাজা নিজেও তো সেখানেই শুয়ে আছে, রঙিন ছবি-আঁকা কফিনের মধ্যে। হলুদ রঙের কাপড়ে মোড়া তাঁর গা, তাতে কত কী সব ওষুধ মাখানো৷ রাজার গলায় একটা হালকা সবুজ জেড-পাথরের হার। আর তাঁর হাতগুলো যেন শুকিয়ে-যাওয়া পাতা।''

''সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার,'' রাজপুত্র আবার বলল, ''একটা রাত, শুধু একটা রাত তুমি আমার সঙ্গে থাকো, আমার দূত হও। বলো, হবে না ? ছেলেটার যে তেষ্টা পেয়েছে গো, ওর মায়ের মনে যে বড্ড কষ্ট গো।''

''দেখো, বাচচা ছেলেদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। এই তো, গতবার গরম কালে, যখন আমি ঐ নদীর ওখানটা থাকতাম, তখন গমকলের এক মজুরের দুটো ভারি পাজি ছেলে সারাক্ষণ আমায় ঢিল ছুঁড়েছুঁড়ে মারত। একটা ঢিলও গায়ে লাগেনি অবিশ্যি। লাগবে কী করে, আমরা যে সোয়ালো পাখি, ওদের নাগালের অনেক ওপর দিয়ে উড়ি আমরা। বিশেষ করে আমি তো একেবারে কুলীন বংশের সোয়ালো, আমার ব্যাপারই আলাদা৷ আমার একটা ইজ্‌জত নেই ? আমার দিকে কিনা ঢিল ছোঁড়া !''

সোয়ালোর এই উত্তর শুনে সুখী রাজপুত্রের মুখখানা দুঃখে শুকিয়ে গেল। তাই না দেখে, সোয়ালোর বড়ো মায়া হল৷ সে বলল,''এখানে বড্ড ঠান্ডা। তবু, আর একটা রাত না হয় থেকেই গেলাম তোমার দূত হয়ে৷''

''তুমি বাঁচালে আমায়, ভাইটি,'' রাজপুত্র বলে উঠল।

তখন সোয়ালো রাজপুত্রের তলোয়ার থেকে মস্ত বড়ো রুবি পাথরটা ঠুকরে ঠুকরে খুলে নিল, তারপর ঠোঁটে করে সেটিকে নিয়ে পাড়ি দিল। শহরের যত বাড়ি আছে, তার ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। ক্যাথিড্রালের চূড়ার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, যেখানে মার্বেল পাথরে দেবদূতদের মূর্তি খোদাই করা আছে। রাজবাড়ির পাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় নাচগানের আওয়াজ পেল। দেখল, সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে প্রাসাদের বারান্দায় তার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে গল্প করছে। শুনল, ছেলেটি বলছে, ''তারাগুলো কী আশ্চর্য সুন্দর, না ? আর ভালোবাসার টান কী অসীম, না ?'' উত্তরে মেয়েটি বলল, ''নাচের আসরের আগে পোষাকটা ঠিকঠাক তৈরি হয়ে এলে বাঁচি। কতকগুলো দারুণ সুন্দর ফুলের নক্‌শা তোলার অর্ডার দিয়েছি। যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছি --যা কুঁড়ে এইসব মেয়ে-দর্জিগুলো। ভাল্লাগেনা !''

সোয়ালো উড়ে চলে। নদী পার হবার সময় লক্ষ্য করে, জাহাজগুলোর মাস্তুল থেকে ঝুলে আছে লণ্ঠন৷ বস্তির ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় দেখতে পায়, বুড়ো সুদের কারবারিরা সুদের টাকা গুনে গুনে নিচ্ছে৷ অনেকক্ষণ পরে সে অবশেষে এসে পৌঁছয় সেই গরিব মহিলার বাড়িতে। দেখে, বাচচাটা জ্বরে বিছানায় ছটফট করছে, আর তার মা বেচারি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সোয়ালো টুক করে ঢুকে পড়ল ঘরে। টেবিলের ওপরে যেখানে সেলাইয়ের সরঞ্জাম রয়েছে, সেখানে আলতো করে সেই মস্ত রুবি পাথরটা রাখল। তারপর বাচচাটার মাথার

চারপাশে ঘুরে ঘুরে ফুরফুর করে তাকে পাখার হাওয়া খাওয়াতে লাগল।"আঃ, কী আরাম লাগছে, জুড়িয়ে যাচেছ শরীরটা।" এই কথা বলে ছেলেটা পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়ল।

সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে সোয়ালো তার কীর্তিকলাপের কথা জানাল। বলল,"আশ্চর্যের ব্যাপার হচেছ, এই শীতেও আমার কিন্তু বেশ গরম লাগছে।"

"তার কারণ, তুমি একটা ভালো কাজ করে এসেছো" -সুখী রাজপুত্রের এই মন্তব্য শুনে ভাবনায় পড়ে গেল সে। আর তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবলেই ঘুম পেয়ে যায় তার।

পরদিন ভোরে সে যখন নদীতে চান করছে, ঠিক সেই সময় পক্ষিতত্ত্বের এক মাস্টারমশাই নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিলেন। "এ তো অবাক কান্ড ! শীতকালে সোয়ালো !" এই না বলে তিনি তখনই খবরের কাগজে এক লম্বা চিঠি লিখলেন। সেটা এমন এমন সব শব্দে ঠাসা যে কেউ তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে ধন্য ধন্য করতে লাগল৷

"আজ রাতে আমি ইজিপ্ট রওনা দেব৷" সোয়ালোর মনে খুশি আর ধরে না। হাতে যেটুকু সময় আছে, সে ঘুরে ঘুরে বড়ো বড়ো সব মূর্তি আর স্মৃতিস্তম্ভ দেখে বেড়াতে লাগল। তারপর একটা গির্জার টঙে উঠে অনেকক্ষণ বসে রইল। তাকে দেখে চড়াইরা সব কিচিরমিচির করতে লাগল :"দেখেছিস ভাই, কীরকম ভব্যিযুক্ত চেহারার অতিথি !" শুনে তার ভারি আনন্দ হল।

অনেকক্ষণ পরে যখন চাঁদ উঠল, ও ফিরে এল সুখী রাজপুত্রের কাছে। "বলো, ইজিপ্টে গিয়ে তোমার জন্য কী করব ? আমি এখনই রওনা হচিছ।"

"সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আর একটা রাত তুমি আমার জন্য থেকে যাও৷ থাকবে না ?"

"আমার বন্ধুরা যে আমার পথ চেয়ে সেখানে বসে আছে গো", সোয়ালো জবাব দিল। "কালকে ওরা যাবে জলপ্রপাত দেখতে। সেখানে নলখাগড়ার ঝোপে ঝোপে চুপটি করে বসে থাকে জলঘোড়া মাছ। আর, গ্র্যানিট পাথরের এক প্রকান্ড সিংহাসনে বসে থাকেন মেমন দেবতা। সারা রাত ধরে তিনি তারাদের দেখেন, আর ভোরবেলা যখন শুকতারা জ্বলজ্বল করতে থাকে তখন একটি উল্লাসের ধ্বনি বেরিয়ে আসে তাঁর কণ্ঠ থেকে। কিন্তু ঐ একবারই। তারপরই তিনি আবার চুপ হয়ে যান। যখন দুপুর হয়, হলুদ রঙের সিংহরা আসে নদীর ধারে জল খেতে। তাদের চোখগুলো ফিরোজা রঙের মণির মতো। আর তাদের গর্জন ? সে ঐ জলপ্রপাতকেও হার মানায়।"

"সোয়ালো, সোয়ালো ভাইটি, আমি দেখতে পাচিছ, শহর থেকে অনেক দূরে এক যুবক তার বাড়ির চিলেকোঠায় একটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী করছে। ডেস্কটা কাগজপত্রে ঠাসা। পাশে মেঝের ওপর একটা বাটিতে রাখা একটা শুকনো ফুলের তোড়া। যুবকের চুলের রং হালকা বাদামি, তার ঠোঁট দুখানা বেদানার মতো লাল, আর বড়ো বড়ো চোখ দুখানা স্বপ্নে ঠাসা। থিয়েটারের বড়োকর্তা তাকে একটা নাটক ঘষামাজা করার কাজ দিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই সে আর কাজটা শেষ করতে পারছে না। ঠান্ডায় তার হাত-পা হিম হয়ে গেছে। একে তো ঘরে আগুন নেই, তার ওপর খিদেয় শরীর নেতিয়ে পড়েছে তার।"

"ঠিক আছে, তোমার মুখ চেয়ে আরেকটা রাত আমি থেকে যাচিছ৷" আমাদের এই সোয়ালোর মনটি আসলে ভারি নরম৷ "কী করতে হবে বলো, আরেকখানা রুবি দিয়ে আসতে হবে ?"

"হায় রে, আর রুবি কোথায় পাব ?" রাজপুত্র বলল৷ "থাকার মধ্যে এখন আমার এই চোখ দুখানা আছে৷ এগুলো খুব দামি নীলকান্তমণি, জানো তো ! সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এক হাজার বছর আগে এগুলো আনা হয়েছিল। তুমি আমার একটা চোখ খুবলে নাও, যুবকটিকে দিয়ে এসো। এটা বিক্রি করে ও জ্বালানি কাঠ কিনবে, ওর নাটকটা শেষ করবে৷"

"দোহাই রাজপুত্রদাদা," সোয়ালো কেঁদে উঠে বলল, "ও কাজ আমায় করতে বোলো না৷"

"সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আমার অবাধ্য হোয়ো না।"

তখন সোয়ালো সুখী রাজপুত্রের একটি চোখ খুবলে তুলে নিয়ে ঠোঁটে করে সেটিকে নিয়ে উড়ে চলল সেই ছাত্রটির চিলেকোঠায়। চালে একটা ফুটো থাকায় ফুরুৎ করে অনায়াসেই ঘরে ঢুকে পড়ল সে। যুবক দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে রেখেছিল, তাই পাখির ডানার ফরফরানি শুনতে পেল না। একটু পরে মুখ তুলে হঠাৎই আবিষ্কার করল যে শুকনো ফুলের তোড়াটার ওপর জ্বলজ্বল করছে এক নীলকান্তমণি।

''এটা কী ? বুঝেছি, নিশ্চয়ই কোনো ভক্তের উপহার। তার মানে এতদিনে আমার লেখা লোকের মন কাড়তে শুরু করেছে। এবার তাহলে নাটকটা শেষ করে ফেলি।'' তার খুব আনন্দ হল।

পরের দিন সোয়ালো বন্দরে বেড়াতে গেল। একটা বিরাট বড়ো জাহাজের মাস্তুলে বসে বসে মাঝিমাল্লাদের কান্ডকারখানা দেখতে লাগল। হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো করে তারা একটার পর একটা প্রকান্ড প্রকান্ড কাঠের সিন্দুক কাছি দিয়ে টেনে তুলছিল। ও চিৎকার করে বলে উঠল, ''আমি ইজিপ্ট যা-আ-বো-ও-ও।'' কেউ তাকে পাত্তাই দিল না। আকাশে চাঁদ উঠলে পর, সে সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এল।

''যাবার সময় হল দাদা, এবার বিদায় দাও'', সে বলল।

সুখী রাজপুত্র বলল,''সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আর একটি রাত তুমি আমার কাছে থাকো। থাকবে না ?'' উত্তরে সোয়ালো বলে উঠল, ''এখন শীতকাল। দু এক দিনের মধ্যেই হাড়-জমানো বরফ পড়বে। আর ইজিপ্টে ? সেখানে এখন সবুজ তাল গাছকে রোদ্দুরে নাইয়ে দিচ্ছে সূর্য। কাদামাটিতে কুমীরগুলো অলস চোখে চেয়ে চেয়ে রোদ পোহাচ্ছে। আমার বন্ধুরা বাল্‌বেক-এর মন্দিরে বাসা বানাচ্ছে। সাদা-গোলাপি ঘুঘুরা তাদের কান্ড চেয়ে চেয়ে দেখছে আর কানে কানে বকম বকম করছে। রাজপুত্রদাদা, এবার আমাকে তুমি ছুটি দাও। তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলব না। পরের বছর বসন্তে যখন আসব, তোমার জন্যে দুখানা রত্ন নিয়ে আসব। যে-দুখানা তুমি দান করেছ, তার বদলে। যে-রুবি আমি তোমাকে দেব, তা হবে লাল গোলাপের চেয়েও লাল। যে-নীলকান্তমণি তোমাকে এনে দেব, তা হবে মহাসাগরের মতো নীল।''

''সোয়ালো, ঠিক নিচেই যে-বাজার চত্বরটা রয়েছে, সেখানে এতটুকু একটা মেয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ওর বাবা ওকে বিক্রির জন্য যে-দেশলাইগুলো দিয়েছিল সেগুলো সব নর্দমায় পড়ে গেছে। দেশলাই বিক্রির টাকা না-নিয়ে যদি ও বাড়ি ফেরে, ওর বাবা বেদম ঠ্যাঙাবে ওকে। এই ঠান্ডায় বেচারির পায়ে নেই জুতোমোজা, মাথায় নেইকো টুপি। তুমি চট করে আমার অন্য চোখটা খুবলে নিয়ে ওকে দিয়ে এসো তো, তাহলে বাবার কাছে চোরের মার খাওয়ার হাত থেকে ও বাঁচবে।''

''রাজপুত্রদাদা, তোমার কথা মেনে আরো একটা রাত নাহয় আমি এখানে থেকে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার অন্য চোখটা আমি তুলতে পারব না। তুমি যে এক্কেবারে অন্ধ হয়ে যাবে গো,'' সোয়ালো বলল।

''সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আমার অবাধ্য হোয়ো না।''

তখন সে সুখী রাজপুত্রের অন্য চোখটি খুবলে তুলে নিয়ে শাঁ করে নেমে এল নিচে, ছোট্টো মেয়েটির হাতের তেলোর মধ্যে নীলকান্তমণিটাকে টপাস করে ফেলে দিল। ''ও মা, কী সুন্দর নীল কাচের খেলনা দেখো !'' বলে মেয়েটা হাসতে হাসতে বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

সোয়ালো ফিরে এল রাজপুত্রের কাছে। বলল, ''এখন তো তুমি অন্ধ। তাই এখন থেকে আমি সারাক্ষণই তোমার কাছে থাকব।''

''না, তা হয় না, ভাইটি,'' দুঃখী রাজপুত্র বলে উঠল। ''যাও, এবার তুমি ইজিপ্ট চলে যাও।''

''না, আমি এখন থেকে তোমার কাছেই থাকব। সারাক্ষণ।'' এই বলে সে রাজপুত্রের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সে আর কোথাও গেল না। রাজপুত্রের কাঁধের ওপর বসে দেশবিদেশে যা-যা দেখেছে তার গল্প করল সারা দিন ধরে। শোনালো আইবিস নামের লালরঙা সারস পাখির গল্প, যারা নীল নদের ধারে ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে লম্বা ছুঁচোলো ঠোঁট দিয়ে গোল্ড ফিশ ধরবে বলে। শোনালো স্ফিংক্‌স-এর কথা, যে নাকি মান্ধাতার আমল থেকেই ইজিপ্টের মরুভূমিতে বসে রয়েছে, যে নাকি সব কিছু জানে। শোনালো সেইসব সদাগরদের কথা,

যারা উটের পাশে পাশে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে, আর যাদের হাতে থাকে লালচে-কমলা রঙের তৃণমণির পুঁতি৷ শোনালো চাঁদের পাহাড়ের সেই রাজার কাহিনী, যার গায়ের রঙ মিশ কালো, যে এত বড়ো একখানা স্ফটিককে পুজো করে৷ শোনালো সেই প্রকান্ড সবুজ সাপের গল্প যে নাকি তাল গাছে ঘুমিয়ে থাকে, আর কুড়ি জন পুরোহিত মিলে তাকে মধুভরা পিঠে খাওয়ায়। আর শোনালো পিগ্‌মিদের কথা, যারা নাকি বিরাট বড়ো বড়ো পাতার ভেলায় চড়ে বিশাল এক ঝিল পার হয়, আর প্রজাপতিদের সঙ্গে নাকি যাদের কেবলই ঝগড়া। এর চেয়ে বড়ো রহস্য এ পৃথিবীতে আর কী আছে বলো। তুমি ভাই শহরের আকাশে টহল দাও, আর এসে আমাকে বলো কী দেখলে৷''

সোয়ালো বেরিয়ে পড়ল৷ সেই বিরাট শহরের আকাশে আকাশে ও উড়ে নেড়াতে লাগল। দেখল, বড়লোকেরা তাদের সুন্দর সুন্দর বাড়িগলোতে কী চমৎকার ফুর্তিতে আছে, আর ফুটপাতের ভিখিরিরা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। অন্ধকার গলিঘুঁজির ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে সে দেখল অনাহারে রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে শিশুরা করুণ মুখে অন্ধকার সেইসব রাস্তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে৷ একটা ব্রিজের তলায় দুটো ছেলে পরস্পরকে জাপটে ধরে বৃষ্টিতে শীত তাড়াবার চেষ্টা করছে। ''খিদেয় পেটটা চুঁই চুঁই করছে, না রে ?''-করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে তারা। এমন সময় পুলিশ আসে, বলে, ''যা ভাগ, বেরো এখান থেকে।'' ছেলে দুটো মাথায় বৃষ্টি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

ফিরে এসে এইসব কাহিনী ও শোনায় রাজপুত্রকে। রাজপুত্র বলল,''আমার সারা গায়ে রয়েছে সোনার তবক দিয়ে তৈরি অসংখ্য পাতা। তুমি সেই পাতাগুলো আমার গা থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আমার শহরের এই গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন ভাবে সোনা পেলে জীবনে সুখ আসবে।''
তখন সোয়ালো রাজপুত্রের গা থেকে পরতে পরতে ছাড়িয়ে নিল সেই সব সোনার তবক। সেগুলো খুলে নেওয়ার পর রাজপুত্রকে একদম ন্যাড়া আর মলিন দেখাতে লাগল। একটি একটি করে সেই সব সোনার তবক সে পৌঁছে দিল গরিবদের মহল্লায়, বাচচাগুলোর কচিকচি মুখে হাসি ফুটল। ''আর আমাদের খাবার কষ্ট নেই'', এই বলে জ্বলজ্বলে মুখে তারা খেলে বেড়াতে লাগল।

তারপর একদিন শুরু হল তুষারপাত। দেখতে না দেখতে রাস্তাগুলো সব রুপোলি হয়ে উঠল। রোদের আলো ঠিকরে বেরোতে লাগল তা থেকে। বাড়ির কার্ণিশ থেকে ঝুলতে লাগল ঝকঝকে বরফের স্ফটিক --যেন অসংখ্য ছোরা৷ লোকেরা গায়ে দামি দামি লোমের কোট চাপিয়ে ঘুরতে লাগল, আর বাচচারা মাথায় লাল টুপি পরে স্কেটিং করতে লাগল বরফে।

সেই প্রচন্ড শীতে বেচারি সোয়ালো জমে যায় আর কি। কিন্তু রাজপুত্রের সঙ্গে ভালোবাসার টানে সে নিজেকে এতই জড়িয়ে ফেলেছিল যে তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ও এখন ভাবতেই পারে না। পাঁউরুটিওয়ালার দোকানের সামনে থেকে লুকিয়েচুরিয়ে খুদকুঁড়ো এনে তাই দিয়ে ও কোনোমতে খিদে মেটায় আর প্রাণপণে ডানা ঝাপটে ঝাপটে শরীরে ওম আনার চেষ্টা করে।

কিন্তু একদিন ও বুঝতে পারল, শেষ ঘনিয়ে এসেছে। শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে কোনোমতে লটকাতে লটকাতে শেষবারের মতো রাজপুত্রের কাঁধের ওপরে গিয়ে বসল। ''এবার চললাম, দাদা গো'', ফিসফিস করে সে বলল। ''তোমার হাতে একটা চুমু খাই ?''
''শুনে বড়ো খুশি হলাম। এতদিনে তাহলে সত্যিই ইজিপ্ট চললে ? অনেক আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল। এসো, হাতে নয়, আমার গালে একটা চুমু খাও৷ তোমাকে আমি বড্ডই ভালোবেসে ফেলেছি ভাই।''
''আমি ইজিপ্ট যাচ্ছি না দাদা। আমি মরণের দেশে যাচ্ছি। মরণ তো ঘুমেরই ভাই, তাই না দাদা ?''
এই বলে সে সুখী রাজপুত্রের গালে একবার চুমু খেল। তারপরই তার নিথর দেহখানি লুটিয়ে পড়ল রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

ঠিক তখ্খুনি মূর্তিটার ভেতর থেকে চড়াং করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হল, যেন কী একটা ভেঙে গেল। ঘটনা হচ্ছে এই যে, সীসের তৈরি হৃৎপিন্ডটা ঠিক মাঝ বরাবর ফেটে দু টুকরো হয়ে গেল।

পরের দিন মেয়র মশাই তাঁর পারিষদদের নিয়ে ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। মূর্তির পাদদেশে এসে তিনি ওপর দিকে তাকালেন। ''এ কী কান্ড। সুখী রাজপুত্তুরের এ হাল কে করলে ? কী বিচ্ছিরি। রামোঃ, ছ্যাঃ।''
''সত্যিই তো, কী বিচ্ছিরি। রামোঃ, ছ্যাঃ।'' পারিষদরা একবাক্যে বলে উঠল৷ মেয়রের সঙ্গে সব ব্যাপারেই তাদের আশ্চর্য মতের মিল। তখন তাঁরা সদলবলে পরিস্থিতি বিচার করবার জন্য মিনারের ওপরে চড়লেন।
''অ্যাঁ, তলোয়ার থেকে রুবিটা হাওয়া হয়ে গেছে। চক্ষু দুইখানও লোপাট। আর সোনাগুলো সব উধাও হয়ে গ্যাছে গিয়া'' মেয়রের মন্তব্য। ''তা'লে আর রইলটা কী ! এ ব্যাটা তো এখন ভিকিরিরও অধম।''
''ভিকিরিরও অধম'', পারিষদরা পোঁ ধরল।
''তার ওপর, কোত্থেকে এক ব্যাটা মরা পাখি এসে জুটেছে এর পায়ে !'' মেয়র মশাই বলেই চললেন ''আজই একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলে দিতে হবে যে পাখিদের এখানে মরা-টরা আমরা বরদাস্ত করব না৷'' মেয়রের সচিব তখ্খুনি নোট করে নিল। এবং তারপর ওরা সুখী রাজপুত্রের মূর্তিটাকে টেনে নামিয়ে দিল।

ক্লাসে পড়াবার সময় শিল্পকলার অধ্যাপক ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, ''যেহেতু রাজপুত্রের সৌন্দর্য আর রইলনা, তাই সে আর কোনো কাজেও লাগল না।''

মূর্তিটাকে এবার গালিয়ে ফেলা হল৷ গলানো সেই ধাতু দিয়ে কী করা হবে তা ঠিক করার জন্যে করপোরেশনের একটা মিটিং ডাকলেন মেয়র মশাই। ''এর জায়গায় অ্যারাকটা ইস্ট্যাচু তো বসাতেই হবে। আমি বলি কী, আমারই ইস্ট্যাচু বসানো হোক।''
''আমার ইস্ট্যাচু'', প্রত্যেক পারিষদ চেঁচিয়ে উঠল। তখন তাদের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি লেগে গেল।
শেষ খবর যা পাওয়া গেছে, তাদের ঝগড়া সমানে চলছে।

''এ তো ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার'', ঢালাই কারখানার শ্রমিকদের সর্দার বলে উঠল। ''এই ভাঙা সীসের কলজেটা চুল্লিতে কিছুতেই গলছে না। কী আর করি, ফেলেই দিই।'' তখন তারা সীসের কলজেটাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিল। হবি তো হ, সেই আস্তাকুঁড়েই মৃত সোয়ালোর দেহখানিও পড়ে ছিল।

* * * * * * * *

''ঐ শহর থেকে সবচেয়ে দামি দুখানা জিনিস আমায় এনে দাও তো'' ভগবান তাঁর একজন দূতকে আদেশ করলেন। সেই দূত এসে সীসের হৃদয় আর মৃত পাখির দেহটি নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে অর্পণ করলেন।
''ঠিক বাছাই করেছ'', ভগবান বললেন। ''আমার এই অমরাবতীতে এই ছোট্টো পাখিটি অনন্তকাল গান গাইবে, আর আমার সোনার শহরে প্রতিদিন আমার সুমধুর গাথা গেয়ে চলবে এই সুখী রাজপুত্রটি।''